W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. / WBHRC/COM/2016-17

Date: 16. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of ' Dainik Statesman, a Bengali daily dated 16th January, 2017, the news item is captioned 'ভারতী হোমের তিন মহিলা আবাসিকের আত্মহত্যার চেষ্টা'

The report suggests continuous ill treatment of the inmates of 'Bharati Home' run by New Bharati Club with the assistance provided by the Central Government. Gravity of the incident calls for investigation by the Investigating Wing of this Commission and report should be submitted within two weeks i.e. 02.02.2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 16. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

SDB

ভারতী হোমের তিন মহিলা আবাসিকের আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি— কোচবিহারের বানেশ্বরের নিউ ভারতী ক্লাব সল্পকালীন আবাসে ফিনাইল খেয়ে হোমের তিন মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের অভিযোগ হোম কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের ফলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েই এই সিদ্ধান্ত। হোম পরিচালন সমিতির এক পুরুষ সদস্যর বিরুদ্ধে তাঁদের মারধরের অভিযোগও করেছেন ওই মহিলারা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলার প্রশাসনিক মহলে। ইতিমধ্যে হোক কর্তৃপক্ষকে শোকজ করেছে জেলা প্রশাসন। শনিবা সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কোচবিহা ২ নম্বর ব্লকে বানেশ্বরে নিউ ভারতী ক্লাব পরিচালিত হোমের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার অভিযোগ তুলেছেন হোমের বি-রুদ্ধে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার অভিযোগ তুলেছেন হোমের আবাসিকরা। বেশ কয়েকবার হোম থেকে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করেছেন তাঁরা। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি যে এতটুকু বদলায়নি তা ফে একবার প্রমাণ হল শনিবার। এদিন সকালে ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনজন আবাসিক। দ্রুত তাঁদের কোচবিহার এমজেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আবাসিকদের অভিযোগ হোমে রীতিমতো দুর্ব্যবহার চলে তাঁদের সঙ্গে। এমনকি তাঁদের মারধরও করা হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ হোমের পরিচালন কমিটি সদস্য জগদীশ চৌধুরির বিরুদ্ধে। মেয়েদের দাবি অনেকসময় তাঁদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেন ঐ সদস্য। আজ সকালের এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে দ্রুত ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। হোমে কোতোয়ালি থানা আইসি সমীর পাল ও ডিএসপি হেড কোয়ার্টার কোকিল রায় হোমের জন্য আবাকিস ও হোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। জেলা প্রাশাসনের অন্য আধিকারিকরা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

হোমের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ হোম কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি হোমে পুরুষরা ঢুকতেই পারেননা তাই এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। হোম পরিচালন কমিটি সম্পাদক বাবলু কার্যী জানান হোমের মেয়েদের আমরা নিজেদের মেয়ের মত দেখি, তাঁর দাবি ঘটনায় চক্রান্ত আছে। এব্যাপারে তিনি হোমের সুপার ইতি রায়ের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন। তাঁর দাবি সুপারের উস্কানিতেই মেয়েরা পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনছেন। হোমের সুপার ইতি রায় পাল্টা হোম কর্তৃপক্ষের মনোভাবকেই দায়ি করেছেন। এদিকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছেন এডিজি আইন শৃংঙ্খলা বলে, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন হাসপাতালে ভর্তি হোমের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করেন কোচবিহারের সাংসদ পার্থ প্রতিম রায়, তিনি বলেন জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে হোমের সমস্যা যাতে মেটানো যায় সেই ব্যাপারে চেষ্টা করা হবে। এদিকে এই ঘটনার পেছনে হোম সুপার ও পরিচালন সমিতির মধ্যেকার সমস্যাকেই দায়ি করেছেন কোচবিহারের জেলা শাসক পি উল্গানাথন তিনি জানান 'হোমের পরিচালন সমিতিকে এই বিষয় নিয়ে শোকজ করা হয়েছে, পুলিশকে বলা হয়েছে ঘটনা পেছনে যারা দোষী তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে,'।